তারিখ 01 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

যুগান্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ধেকই বাস্তবায়ন করতে পারেনি

শাফিউল ইসলাম

শিক্ষা মন্ত্রণালয় উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ধেকই বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বছর শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন হার মাত্র ৫৪ শতাংশ। ৪৬ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়নি। কাজের অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়। বিভাগীয় সদরে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা মহানগরীতে ১১টি উচ্চ মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয় স্থাপন, সারাদেশে ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপনসহ বেশকিছু প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদ শেষ হলেও এসব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। বৃহস্পতিবারের সমাপ্ত অর্থবছরের সর্বশেষ এডিপি পর্যালোচনা সভায় এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এডিপি'র বরাদ্দ সংশোধন করে ১ হাজার ৩৫১ কোটি ১৬ লাখ টাকা থেকে ১ হাজার ১৮২ কোটি ৪২ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এতে মোট বরাদ্দের ১৪ শতাংশ হ্রাস পায়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১২টি নতুন প্রকল্পসহ মোট ৪৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল অননুমোদিত প্রকল্প ছিল ৩১টি। থোক বরাদ্দ ছিল ৫৬ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় এই থোক বরাদ্দ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন। চলতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের ৪২টি অনুমোদিত প্রকল্প এডিপিভুক্ত হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ হাজার ৬২ কোটি ৬ লাখ টাকা। এছাড়া অননুমোদিত বরাদ্দবিহীন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৩২টি। থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০৩ কোটি টাকা। অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে এজন্য এসব প্রকল্পের অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ একটি অবস্থান পত্র তৈরি করে জুলাই মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে সংস্থা প্রধানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে শিক্ষা সচিব ফারুক আহমদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মে ২০০৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জানানো হয়, মন্ত্রণালয়ের এডিপি খাতে মোট বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৫৪ শতাংশ। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে অর্থ অবমুক্তি হয়েছে মাত্র ৯১৪ কোটি ৯২ লাখ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৭৩২ কোটি ৮ লাখ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৭ শতাংশ। আর প্রকল্প সাহায্য ১৮২ কোটি ৮৪ লাখ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৫ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে এডিপি'র ব্যয়ের এই হার সন্তোষজনক হয়নি। তারা বলেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যর্থতার কারণে প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ছাড়করণে এই করুণ চিত্র ফুটে ওঠে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা মহানগরীর ৩টিকয়েক বিদ্যালয়ে শিক্ষার চাপ কমাতে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে আওয়ামী লীগ আমলের সরকার ১১টি উচ্চ মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। পিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাল ধরা হয় জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৫। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১১৪ কোটি ৯ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। সভায় জানানো হয়, বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে অর্থ ছাড় হয়েছে ৪০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩ কোটি ৫৮ লাখ ৮৫ হাজার টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩১ শতাংশ মাত্র।

বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আধুনিকীকরণ এবং ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য ৩৮৮ কোটি ২৭ লাখ ৮৩ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ধরা হয় ১৯৯৮ জুলাই থেকে ২০০৫ জুন পর্যন্ত। প্রকল্প মেয়াদ শেষ। সভায় জানানো হয়, কিছু সাইটে জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব ও ঠিকাদারদের অনীহার কারণে পূর্ত কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। জানা যায়, গত মার্চ পর্যন্ত এই প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ছাড় হয়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা। আর ব্যয় হয়েছে ৩৮ কোটি ৮৭ লাখ ৯১ হাজার টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩২ শতাংশ মাত্র।

সূত্র জানায়, এর আগের পর্যালোচনা সভায় (৩য় প্রান্তিকের শুরুতে) যেসব প্রকল্পের বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৪০ শতাংশের নিচে সেসব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সর্বোচ্চ বরাদ্দ ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ ধরনের একটি প্রকল্পের একজন পিডি যুগান্তরকে বলেন, প্রকল্পের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ সময় ও চাহিদামতো ছাড় করা না হলে অর্থ ব্যবহার কী করে হবে? এজন্যই তো অর্থ ব্যয়ের এই করুণ অবস্থা। পাশাপাশি কাজের অগ্রগতিও মন্থর।

বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্বময় এই ভাষা ঐতিহ্যময় ইতিহাস ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্পেরও বেহাল অবস্থা। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও এর কাজ হয়েছে ৩৬ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পর্যন্ত। এই প্রকল্পের পিপি সংশোধন করে প্রকল্প ব্যয় আরও ৫ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বরাদ্দের কথাও শোনা যাচ্ছে। সভায় সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে বলে জানানো হয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তবে এই প্রকল্প শেষ হবে এ নিয়ে এখনই কিছু বলা মুশকিল।